শ্রীবিষ্ণু দে

বন্ধুবরেষু—

হের এই চরাচরে মেলিয়া নয়ন।
অদ্ভুত ঠেকিবে সব বিধির করণ॥
যদি শস্যে পূর্ণ রয় মাঠ সমুদয়।
উদর পুরেণা তবু কি আশ্চর্যময়॥
অথচ বর্ধিত হয় বিষয় আশয়।
অভাব নাইক যার ধনী মহাশয়॥
ধর্ম কর্ম রাজদণ্ড বিবিধ উপায়ে।
যতেক সম্পত্তি ছিল লবে সে আদায়ে॥
যদি কভু চলে যাও ডান হতে বামে।
তখনি ভুলাবে তবে ঈশ্বরের নামে॥
তোমার হৃদয়রাজ্যে করি বিচরণ।
নিয়তির সম করে ভাগ্য-নিরূপণ॥
সাবাস কহিতে হয় হেন মহাজন।
শুদ্ধ মাত্র অর্থ দ্বারা করে নিয়ন্ত্রণ॥
যদি কর অভিযোগ না শুন বচন।
একেবারে গুপ্তধামে করিবে গমন॥

অথবা ফিরাও দৃষ্টি অতীতের পানে।
হরেক রকম দৃশ্য মিলিবে সেখানে॥
এক সিংহাসনে বসে শতেক রাজন্।
চিনিবারে নারি তবে কেবা কোন জন॥
ছায়াবাজি সম হেরি নিমেষে নিমেষে।
কৃকলাস জন কত আসে নব বেশে॥
ধনীরা দরিদ্র হয় দরিদ্রেরা ধনী।
ধনী আর দীন তবু পরস্পর শনি॥

প্রণমি তোমার পদে তুমি বাগীশ্বরী।
হৃদয়ের ভক্তি তুমি লক্ষ্মী যার অরি॥
সৃজিলেক যেবা এই বিচিত্র ভুবন।
সৃজিলেক পশু পক্ষী না করি গণন॥
সৃজিলেক নরলোক স্বর্গ নর্ক আর।
ক্ষিতি তেজ অপ বায়ু ব্যোম চারিধার॥
সেই ব্রহ্মাণ্ডের কোলে বসি নিরালায়।
পড়েছি প্রকাণ্ড এক বিষম ধাক্কায়॥
প্রণমি চরণে তাই বিষ্ণু যার পতি।
উদ্ধার করহ মাগো আমি মূঢ়মতি॥

চতুর্দশপদী

শ্রীসমর সেন-কে

তোমারে পাঠাই বন্ধু সম্মুখ সমরে।
অশ্ব গজ রথী সহ রণক্ষেত্রে যবে
সূর্যালোকে নগ্ন অসি স্ফুলিঙ্গ বিতরে,
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে ম্লান হল তবে।
কাগজে রটাই ঠেসে যুদ্ধের বারতা—
কেমনে মোদের লাগি এ কাল সমরে
গিয়েছ তুমি হে বন্ধু। হয় কথকতা
নিধন হইলে রণে, নাটকীয় স্বরে।

এদিকে রহি এ দুর্গে (অতি নিরাপদে)
মুনাফা হিসাব করি শেয়ার বাজারে।
বন্ধুশোক নিবারিতে, শত্রু ধ্বংস মদে
পাঠাই দম্ভোলি তূণ পুষ্পকবিহারে।
বিংশ শতাব্দীর কথা শোনো পুণ্যবান
সেই ধন্য নরকুলে যার বাঁচে প্রাণ।

দিবাভাগে কর্মকাণ্ড আরম্ভিল যেই
ত্রস্তপদে নতমুখে বসি কেদারাতে
আপিসের খাতাপত্রে যোগবিয়োগেই
মুনাফা বরাদ্দ করি। স্বর্ণ গদি যাতে
কুবেরের লম্বোদরে নিত্য শোভা পায়
সকালে উঠিয়া রোজ রোজারি যে করি—
রেখোমা দাসেরে হেন শ্বেতাঙ্গ-প্রচ্ছায়
সন্তানসন্ততি সহ চিরকাল ধরি।

কবে যে বিগত ঋষি বঙ্কিমের কাল—
বর্ণিত আনন্দ-মঠে ইঙ্গ-জয় গান।
যদিও বেকার তবু বেপরোয়া চাল,
অহিংসায় ব্রতী। গান্ধী-নামে মূর্চ্ছা যান
বীরবৃন্দ যত। বুঝি এই সোজাসুজি
চোরগোলামেই আজো অবতার খুঁজি।

অর্থোপার্জনের আশা ছেড়েছি তাহলে।
দীন যে, দীনের বন্ধু খুঁজে পাবেনাক
জীবধাত্রী মহীয়সী এ ভব মণ্ডলে।
আবেদন বৃথা, বৃথা মুখ চেয়ে থাক।
চাকুরী-ব্যবসা কিংবা দালালি ফিকিরে
এতকাল অন্নদানে হয়েছে তৎপর।
সেদিন বিগত ; আজ নগরের ভিড়ে
বেকারের বেশে ঘুরি ; লোকে বলে চোর।

এদিকে ভুলেছে মন নৈতিক সীমানা—
অধঃপাতে মনস্তাপে ধিক্কারে জীবন ;
কৃতঘ্ন প্রণয় রাত্রে দেয় তবু হানা,
অলিতে গলিতে পুন করি চংক্রমন।
নাটক ফেঁদেছি ভাল ; (মজা মন্দ নয়!)
বিনামূল্যে ভোগ করে ধনী মহোদয়।

বিচিত্র জগৎ এই ! মজা দেখে সবে
বেকারের অভিনব মূক অভিনয়ে।
জোড়াতালি দৃশ্যপটে এর লাগি ভবে
বিনামূল্যে যাত্রা করা গেছে তবে সয়ে।

আনন্দ গিয়েছে মরে। অর্থ-লোভাতুর
কাণ্ডজ্ঞান একেবারে গেছে বুঝি ভুলে ;
ভেদাভেদ নেই কোন, করেনা কসুর
আত্মীয়-সোদর-বধে কুলীনের কুলে।
অথবা দোহাই দিয়ে ঈশ্বরের নামে
পাপ নর্মাচারে মন সতত নিরত।
অতিথি-সৎকার করে নিজ গুপ্তধামে
নাচিকেত মুক্তিকামী হেন শত শত।

শেষ অঙ্কে আত্মহত্যা : যবনিকা পাত।
একেবারে ফাঁকি দিয়ে বাজি করি মাৎ।

ভাল কি বেসেছি শেষে এই পৃথিবীরে ?
তস্করের হাতে পড়ি মরি যে প্রমাদে।
চোরের মাতার মতো এ পাপ ফিকিরে
কহিতে পারিনা কিছু, সহি নির্বিবাদে।
কেবা শোনে মনস্তাপ ; কার অশ্রুজলে
কে দেবে ধরণী বক্ষে রুধির মুছায়ে।
তার চেয়ে তত্‌ক্ষণে বিবিধ কৌশলে
বাহবা অনেক মিথ্যা বকেয়া আদায়ে।
(এই তবে মনে ছিল, ওরে দুরাচার !
কি বিষ লভিলি তুই মাতৃস্তন্য পানে !)
হৃদয়ের উপকূলে চলে ব্যভিচার
পৃথিবী গিয়েছে ভরে জারজ সন্তানে।
নিস্ফল আক্রোশ মম ; ব্যর্থ অভিশাপ।
সত্যের বাণীও তবে শোনায় প্রলাপ।

নগর প্রান্তর হতে অতর্কিতে বাতাস নির্মম
সুবেশিনী নাগরীর বেশভূষা করে আবর্তিত ;
সুদীর্ঘ চৌমাথা 'পরে অট্টালিকা পর্বতের সম
কালের প্রহর গোনে প্রস্তরের ভারে সমাহিত।
জনস্রোতে ভাসমান সারি সারি মস্তকের খুলি
নিমেষে বুঝিবা চূর্ণ ভয়ভীত চকিত চরণে ;
মেদভারে বক্রগতি সহরের ট্রাম-বাস-গুলি
বুঝি কিবা আশা দেয় গৃহমুখী জনগণমনে।
দাবদাহে পুঞ্জবাষ্পে অন্তরীক্ষ হল গর্ভবতী,
কালের স্থবির পক্ষ হতগতি রাজধানী শিরে ;
বিদ্যুত-সঞ্চারী মেঘ জানি লবে তুরঙ্গের গতি,
ইরম্মদ বেশে ধরা দেবে এই নগর-প্রাচীরে।
কণামাত্র পাবেনাক প্রস্তরিত প্রাচীনা নগরী
লজ্জাধর্ম নিবারিতে ধূলি মধ্যে ভিক্ষাপাত্র ধরি।

আপিসের প্রত্যাগত কেরানীর লোল দৃষ্টি যত
সহসা উন্নত হয় হেরে যবে সূর্যের কিরণ
নিক্ষিপ্ত শরের মতো গৃহচূড়া করে উপহত।
ক্ষণিক আনন্দ এ যে! ক্ষণপরে পরচর্চা কত!
আর যত পত্রিকার লোভনীয় সংবাদ সমূহে
ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে ট্রামে বাসে কর্মজীবিগণ।
হারায়ে পথের সীমা জনমন বসি এই ব্যূহে
দিবসের ক্লান্তি ভোলে আর বুঝি গৃহ-প্রয়োজন।

হেন কৃকলাস-বৃত্তি ক্লৈব্যগামী গোধূলি প্রহরে
বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের অযাচিত এই বাচালতা
হৃদয় বিষায় যেন। দিনান্তে পথের মুখরতা
অকস্মাৎ ছেপে ওঠে শূন্যকুম্ভ পিঙ্গল নগরে।

যুগ্ম ওষ্ঠে রঙ মাখি জোড়াতালি দিয়ে কোনমতে
সুসজ্জিতা শ্বেতাঙ্গিনী অবশেষে বার হয় পথে।

দিনান্তে মুখর পথ অবশেষে শান্ত এইক্ষণে।
হৃদয় বিষায় তবু ; কর্মক্লান্ত দেহ উপহত।
বিষণ্ণ আকাশ পথে কখনো বা চকিত চরণে
মুহূর্তেকে দেখা দিয়ে চলে যায় ত্রস্নু তারা যত।
বাতায়নে থাকি বসে ; অন্ধ যেন আকাশ সৈকতে ;
সোনার তরণী কবে শূন্যগর্ভে গেছে ভরা ডুবি ;
নাস্তিকের যে বাসনা রাখে তারে ধরি কোন মতে
পুরাণ-প্রদেশে তার কখন হয়েছে মুলতুবী।
নিঃসঙ্গের বিভীষিকা পরিক্ষিপ্ত মর্তে আর নভে।
বাচাল হৃদয় আসে ফুকারিতে ধ্বংসের বিষাণ—
নাই নাই স্থিতি নাই ; ব্যঙ্গ-প্রাণ পৃথিবীও তবে
জন্মের লিখনে তাই মৃত্যুর পাথেয় করে দান।
শ্লথনীবি পর্যুদস্ত ; মদ্যপায়ী ভুলেছে বিতণ্ডা ;
প্রহর কাটায় সুখে অর্থগৃধ্নু বৃদ্ধা এপারণ্ডা।

দিগন্ত অধীর যেন শুক্লপক্ষ আকাশেতে আজ
স্ফটিকের মরীচিকা ছত্রধরে বনানীর শিরে ,
এ মায়া-প্রপঞ্চে ধরা কিছুমাত্র পায়নাকো লাজ,
মাতরিশ্বা বেগে ধায় অন্বেষণে অরণ্য শিবিরে।
হৃদয় বিষায় যেন প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষ দর্শনে,
প্রাত্যহিক কার্যসূত্রে হেরে পুন আত্মউপহতি।
(মারী-গুটিকায় অঙ্গ ভরে গেছে গণিকা-ব্যসনে !
দিবসের বিত্তলাভে বণিকের আছে কি উদ্‌গতি ?)
অথবা এ হেন রাত্রি প্রসবিনী ভ্রান্তির বলয়ে
পুত্রশোক ভুলে যায় পুনর্বার প্রসব ব্যথায়—
বিকলাঙ্গ, গর্ভস্রাব। জীবকোষ নিত্য অপচয়ে
নাস্তিগর্ভ মহাশূন্যে অবশেষে নিজেরে বিকায়।
এইরূপে দিবারাত্রি প্রপঞ্চের শার্দুল কবলে
ধূর্ত মহাকাল তবু রয় বেঁচে দৌত্যের কৌশলে।

আজ আর প্রেম নয়, স্নিগ্ধকর বাহুডোরে ঘুম।
নাগরিক ক্লীবতায় উপপ্লবী করেছে তোমায়।
ধনতন্ত্র রজনীর হীনবীর্য প্রেমেরা নিঃঝুম,
পূর্বতন বৈদগ্ধ্যের সাড়া শব্দ মেলেনা হেথায়।
কৈশোরক স্বপ্নগুলি রথচক্রে হল অবসান।
কে জানিত জীবনের অর্থ এই কালের যাত্রায়!
দূরাগত সৈনিকের আবাহনে বক্ষ স্পন্দমান,
প্রাচীন প্রতিষ্ঠা মোর মানিলেনা কোনো প্রতিজ্ঞায়।
নগরের কোলাহলে বেজে ওঠে শ্মশান-সঙ্গীত ;
বিপ্লবের দাবদাহে বর্ণ মোর হবে বর্ণহীন।
পৃথিবীর বিবর্তনে কখনো কি ফিরিবে সম্বিৎ ?
চিনিবে কি এ নৈরাজ্যে বর্ণহারা প্রাক্তনের দিন ?
কালের পরিখা-ধারে সৈনিকের শুনি পদপাত
এখনি নামিবে জানি কল্পান্তের আসন্ন প্রপাত।

থেমে গেছে অন্ধ ঝড়; শান্ত হল গ্রহ স্বস্ত্যয়নে;
হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে আমার জীবনে
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড় অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।
বনপথ অলিগলি স্বল্পালোকে হল জাগরিত।
ভগ্নমৃত দেহ নিয়ে ঈগলের নেইকো বিবাদ।
কুক্কুটের জয়গাথা অরণ্যেরে করে বিচলিত।
তবু কি রয়েছে ভ্রান্তি? জানি জানি নগরে বিপ্লব
আর যত নাগরিক হৃদয়ের ঘন ওঠাপড়া
মুহূর্তে গিয়েছে থেমে। জাতিস্মর অরণ্য পল্লব
প্রাক্তন ধরণী বক্ষে ছিন্নপত্রে দেয় বুঝি ধরা।
ধনতন্ত্র রজনীর বিপর্যস্ত পেটিকোটে আহা,
মেদবাহী গণিকার সুষুপ্তিতে কি আছে সুরাহা!

হৃদয় ভুলেছে যেন নৈতিক সীমানা,
সহরের উপকূলে করে বিভ্রমণ ;
রজনীর অন্ধকূপে পথ নেই জানা
গোলক ধাঁধাঁয় প্রাণ যেতে কতক্ষণ।
জানি ভস্মটিপে লেখা আমার কপাল
ক্ষমার আশিস্ তবু ঝরেনা মাথায়
বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধি কাল
সম্মুখে রয়েছে খাড়া উগ্র পাহারায়।

হে সন্ন্যাসী ! জীবনের ক্ষণ পরমায়ু
দগ্ধ করি পাঠালে কি বৈতরণী পার ?
নচিকেতা নই, তবু থামেনা উদ্বায়ু
মারীগুটি ভরে গেছে দেহে চারিধার।
অপ্সরার স্বর্গ হতে লয়েছি বিদায়,
নগর করি যে ধন্য গণিকা-প্রচ্ছায়।

খর্ব হল এতদিনে গর্ব পবিত্রের।
লালসার কীট ছিদ্র করিয়াছে গায়ে ;
হে মোর বান্ধবী, হলে যাত্রী, মরণের
স্রোতস্বী গরল ঠেলি চলেছ উজানে।
শোণিতে নির্গত যত শ্বেত কৃমিগুলি
সানন্দে নির্ভর করে দেহের প্রাচীরে,
ব্যঙ্গ করে প্রতিক্ষণে শাশ্বতের বুলি।
প্রাচীন প্রেমেরে দেখি ধনিক শিবিরে
মিটায় সবার দাবী অর্থ বিনিময়ে।
আনগ্ন সেরূপ হেরি উন্মত্ত জনতা
ক্রয় করে সভাস্থলে প্রতিযোগী হয়ে।
প্রেমের ব্যবসা চলে এখনো সর্বথা
ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক আর্থিক উপায়ে
সুলভ মনের দ্বারা স্থূল মুনাফায়ে।

স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার আজো খোলে নাই।
ঘুরে মরি বিপাকেই রূপের ধাঁধাঁয়—
রক্তের জোয়ারে কিণ মাংস গ্রন্থি তাই,
হৃদয়ের উপকূল ধুয়ে ক্ষয়ে যায়।

একদা যে তনু আহা! তনু মন প্রাণ
মর্ম্মমূলে নর্ম্মাচারে বিচিত্র প্রয়াসে
কাটায়েছে দিনরাত্রি,—চুম্বনের দান
করেছে কৃতজ্ঞ মোরে বাঁধি বাহুপাশে—
সেই আজি স্মৃতিভারে বার্দ্ধক্য দশায়
(প্রাক্তনের প্রায়শ্চিত্ত) শুচিবায়ু সম
অশ্রুকূপে ডুব দিয়ে শুদ্ধি পেতে চায়।
বুদ্ধির এ প্রহসনে তুমিও নির্ম্মম।

মর্ম্মভেদী শিকড়েতে হয়তো বা কবে
সুচন্দন বিষবৃক্ষে পরিণত হবে।

ঘন আম্র কুঞ্জে ভরা ছোট গ্রামখানি
সাগরের দ্বীপ যেন। নেই ছদ্মবেশ
সভ্যতার, জনতার কাংস্য রবে বাণী।
হেথায় বিরাজে সব পেয়েছির দেশ।
কক্ষচ্যুত কিশোরের বয়ঃসন্ধিকালে
সহসা দেখেছি যেন মরুদ্বীপ সম।
কি জানি কি লেখা ছিল ভবিষ্যের ভালে।
থেমে গেছে যাযাবর নবযাত্রা মম।

নিয়তির কূটনীতি জানিনি তখন।
কালকীট হৃদয়েতে গেছে ছিদ্র করি।
ভ্রাম্যমান যৌবনের রভস মোহন
কখন পরিখা পার গিয়েছে উতরি।
বিচিত্র উদ্‌গতি মোর নগরের ভিড়ে
জাতিস্মর নই আর মননের তীরে।

পশ্চিমে তপন লাল ; কোথা রয় তবে
মধ্যাহ্নের খরশৌর্য দিবা অবসানে ?
অনন্তচাতুর্যে ক্ষিপ্র কালচক্র নভে
ভুলায় বুঝিবা জনে চন্দ্রলোক পানে।
হায় জানি সেই মত উৎকণ্ঠা অপার
শিথিল চরণে থামি রাত্রির সম্মুখে
পারেনা সহিতে আর ব্যগ্র বাহুভার ;
মৃত্যুর সঙ্গিণী শয্যা আকর্ষে কৌতুকে।
পরান্নে বর্ধিত দেহ ; বন্ধুর বিহারে
আশ্রিতের আশ্রয়ে কি ক্ষমার ঔদার্যে
ভিক্ষাজীবি রুক্ষ মন হেরে পরপারে
আকাশকুসুম সব পেয়েছির রাজ্যে।
তত্ত্ব এই সত্য রয়—বিহঙ্গও ভোলে
ছন্দহীন মুক্তপক্ষ নিদ্রিতের কোলে।

রাজকুমার

(শ্রীঅশোক মিত্র-কে)

হে রাজকুমার ! উজ্জ্বল থর নভে
রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয়ের কালে
কেঁপেছে নগর অম্বুনিনাদি রবে ।
মুণ্ড নিপাত করেছ তাল বেতালে ।

রূপসীরা কত তব অলক্ত পদে
বশীকরণের মায়াবী মন্ত্র পড়ে'
সঁপেছে তোমারে রতি-সুখ-সার মদে ।
নারী মেদ-ভারে প্রাসাদ উঠেছে ভরে' ।

রমণী-মোহন নবনী কান্তি, যেন
গোধূলি লালিমা পড়েছে অধরে মুখে ;
রাজকবি যত বিরচি নান্দী, হেন
মণিকুট্টিম কাঁপায়েছে সুর সুখে ।

জানিনা সে কোন রজনীর অবসানে—
(অমাত্যজন ষড়যন্ত্রের বিষে)
বারেক ফিরায়ে হৃতরাজ্যের পানে
অশ্বখুরের ধুলায় গিয়েছ মিশে ।

হাত বদলের ঘটা সে কি নির্মম!
নূতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদ-চূড়ে।
ঝঞ্ঝা-তাড়িত চ্যুত পত্রের সম
স্মরণ তোমার কখন গিয়েছে উড়ে।

তারপর একি! বিধির অপার ছলে
দেখি যে তোমায় নৌকা-বোঝাই ঘাটে।
টাকার দাপটে হরেক রকম কলে
জনগণমনে উদ্বায়ু যত কাটে।

জল বায়ু মাটী আবার তোমার হাতে।
জনসম্পদে করো কোম্পানী ঠেসে।
শেয়ার বাজার 'তেজী-মন্দি'-র সাথে
গড়াগড়ি যায় তোমার পায়েতে এসে।

কত ভাবে ভোল্ দেখালে কুমার তবে।
মুলতুবী কর বেসাত গায়ের জোরে।
রচি ব্যূহজাল গোয়েন্দা-গৌরবে
রেখেছ ঘিরিয়া সুচির দুর্গ পরে।

আঁজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা!
এ্যাসেম্ব্লি হল জমাট কর কি সাধে?
ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।

রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

চতুষ্পদী

শ্রীপ্রভাত সেন-কে

চেকোশ্লোভাকিয়া

শুনেছি চেকের স্বাধীনতা অধিকার
ইসারায় সারে জনৈক হিটলার।
দুর্দিনে তাই ভরসা বা করি কার।
সস্তা বাটার জুতাও পাবনা আর!

বুরিদানের গাধা
বা
পাতি বুর্জোয়া

জানেনা কেহই বিষম এ যে কি ধাঁধাঁ।
মনস্তত্ব বোঝেনা কোনই মাথা।
দোটানায় কাবু কোন্ সে এমন গাধা
উনিশ শতকে গড়েছেন যে বিধাতা।

প্রাইভেট প্রপার্টি

ছেলেবেলা থেকে পিতার কাছেতে খালি
মন্ত্র নিয়েছি—কোথায় এবং কিসে!
সাফাই চুরির পাই কত হাততালি
দীন অভাজন কৃতজ্ঞ কুর্ণিশে।

ফোর্ট উইলিয়ম

দেখেছি নতুন মস্ত চিড়িয়াখানা।
শুয়ে বসে নেচে কাটায় দিবস এরা।
গড় বলে লোকে—কিন্তু সবারি জানা
সখের মানুষ পোষে বড় মানুষেরা।

চ্যারিটি ফর জস্‌টিস্‌

শুনেছি গল্প খেয়ালী সম্রাটেরা
পথের কিনারে ভিখারিণী মেয়ে দেখে,
বলেছেন হবে অন্তপুরের সেরা,
দিয়েছেন কড়ি নয়নে নয়ন রেখে।

ভ্রষ্ট লগ্ন

সেজেছি অপরের ইনানো বিনানো ছাঁদে।
এখনো সে হায় পড়বেনা এই ফাঁদে।
হতাশ-পথিক পৃথিবীতে শুধু আমি
চিনি টাকা আর মানি অন্তর্যামী।

ব্যারাকে সকাল

ভেঙে পড়ে বুঝি পাকা দালিমের মতো।
আর নয় তবে শোয়া।
জানালার ধারে সারি সারি (এ কি দৃশ্য !)
বারে বারে হাই তোলা।

নিঃসঙ্গ

সন্ধ্যার নগরে দোঁহে পুনরায় চলিয়াছি ধীরে।
সঙ্কীর্ণ আলাপে ভেসে চলে যাই মননের তীরে।
সহসা চমক ভাঙে, আশেপাশে করে কানাকানি-
নিঃসঙ্গ জীবন মোর, সেই কথা হয় জানাজানি।

বর্ষশেষ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে

"And here we are, afraid of our own shadow. Here we are, keeping on our backs the same old soiled shirt......"

Cursed son of a bitch
My captain!

বসন্ত গিয়েছে ঝরে। গ্রীষ্মের এ তীব্র দাবদাহে
নগরের শিরা সুষুম্নায় চঞ্চল গতিতে চলে
প্রাণযাত্রা, লবনাক্ত ঘর্মস্রাবে আকণ্ঠ বিষায়ে।
সহর কি হল বধ্যভূমি? সহরের প্রান্তদেশে
দেখি তাই গোপনে বেকার দল হাজারে হাজারে
জিঘাংসায় পর্যুদস্ত। বণিকের ইন্দ্রপ্রস্থ চূড়ে
গৌরবের দিন অস্তমিত। ঐতিহ্যের মদগর্বে
আর নেই প্রয়োজন।

মহাশূন্যে নাহি অবক্ষয়।
আদি অন্ত সীমাহীন সূর্যপথে চলে মহাকাল,
আকাশের ঘটাটোপে প্রাণসত্তা ঈথারে বিথারে;
বিপুলা পৃথ্বীর বায়ু প্রাণ হতে প্রাণে নিঃশ্বসিত।
প্রত্যয় ও প্রতীকের এ দ্বন্দ্ব সমাস বৃথা হায়,
বৃথা খোঁজা জীবনের মর্মকথা।

(যন্মাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না)

বিহান বেলায়

শয্যাপার্শ্বে হেরি উলঙ্গ শিশুর দল পড়ে আছে
কাতারে কাতারে, বিকলাঙ্গ দীর্ঘলিঙ্গ। যেন হেরি
অকস্মাৎ শ্মশানের মরীচিকা—গৃহের চূড়ায়
শকুনির শানিত চঞ্চুর রেখা। বেলা যায় বেড়ে।
প্রাত্যহিক দুশ্চিন্তায় ভরে ওঠে হৃদয় কিনারে।
বেকারের জয়যাত্রা সুরু হয় পথে। ভস্মদেহে
ঘুরে ফেরে ভিখারীর শিশুগুলি পথে আস্তাকুঁড়ে,
খোঁজে যেন পরশপাথর। মেদবাহী বারাঙ্গনা
পুণ্যস্নান শেষ করে ঘরে যায় গামছায় ঢেকে
বিকুঞ্চিত দেহখানি। ট্রামে বাসে গোযানে মোটরে
সহর উঠেছে জেগে আরবার আহ্নিক বিলাসে।

মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে ময়দান দগ্ধ জগ্ধ প্রায়।
গলিত পিচের পথে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে অনির্বাণ।
আরক্ত বয়ানে ফেরে শ্বেতাঙ্গরা মোটরের খোপে,
আহারের হয়েছে সময়। পথের কিনারে চলে

বিবসনা নিরিন্দ্রিয়া পাগলিনী অশ্রান্ত প্রলাপে।
কভু রুদ্ধ পথযান বৃষভের দীর্ঘ উল্লম্ফনে
বৃষস্তুতি পিছে। বীভৎসের নেই কোনো সীমা?—আমি
করি উমেদারি দুয়ারে দুয়ারে ধনীদের গৃহে।

ইনি বিবি মিনি
মাখন রোটি চিনি
মাখন রোটি হো গিয়া
হামরা বেবি শো গিয়া।

যবে ধনীর দুলাল আহা দোলায় ঘুমায়ে পড়ে;
শান্ত তবু ক্ষণকাল; দিবানিদ্রা পাবেনা ব্যাঘাত।

তবু এই ভিড়াক্রান্ত সহরের ক্লীবের সঙ্গমে,
পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা গাভীর বিহারে,
মজ্জমান জীবনের ব্যর্থকাম আনন্দ প্রয়াসে
স্বপ্নে যেন শুনি আমি আরবার রাখালের বাঁশী
বটবৃক্ষতলে। ফিরে যাই অতীতের মোহানায়
শ্যামকান্তি বৃন্দাবনে, অধরার বংশী অনুনাদে।

ক্লান্তি নামে গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়,
ঘেঁষাঘেঁষি বাঁধা আছে সারি সারি নৌকার বাহার।
কোথায় বিচিত্রবীর্য পর্তুগিজ নাবিকেরা আজ
কোথায় সে সমুদ্র-বিহার!

জনস্রোতে ভাসি পুন।
কলোর্মিমুখর জনে ট্রলী আর লরীর ঘর্ঘরে
পরার্থে জীবন মোর নির্বেদের নেশায় বিভোর।
ধূলায় গৈরিক দেহে পাটল নয়ানে চেয়ে দেখি
ধূমায়িত রাজপথে মৃত্যু যেন চলে পায়ে পায়ে।
(আহা, এই জনতার কাংস্য রবে তীক্ষ্ণ শিলীমুখে
বিদীর্ণ, জর্জর ; তবু অর্থগৃধ্নু কিবা মহাসুখে
ক্রিমিভোগ্য মেদস্তূপে দিবানিশি কাটায় প্রহর!)
ধূসর শরীর কিণ ধাবমান দেহের সঙ্ঘাতে,
জঠরের তাড়নায় ভবিষ্যের আশাপথে চাহি
স্বপ্নে দিশাহারা।—তবুও থামে না এই বাচালতা,
হে ভারতি! ক্ষমিও দাসেরে, ছন্দে গানে যদি পুন
উন্মথি গ্লানির বিষ নীলকণ্ঠে এ নান্দী বিরচি
পূজি চরণারবিন্দ সহরের যমক রৌরবে।

প্রাক্তন সোণার তরী নগরের উপকূলে আজ
গেছে ভরাডুবি। ভবিষ্যৎ অঙ্কুরেই বুঝি কিবা
হয়েছে বিনাশ। বর্তমান বিষবৃক্ষ রূপ ধরি
শোভে চারিধার। সেদিনের বীর আজ মৃতপ্রায় ;
সম্মুখ সমরে যারা—চক্রপিষ্ট বলীর স্যন্দনে ;
আর যত ভগ্নদূত বেকারেরা মরে ধৈর্য ধরি।
ম্লান হয়ে আসে দৃষ্টি তপ্তবায়ু তীব্র পুচ্ছঘায়ে ;
জানি না হবে কি শেষ কোনোকালে হেন বিভ্রমণ
নগরের কূলে উপকূলে।

ব্যর্থ হয় উমেদারি।

সহসা সঙ্কল্প আসে : বিনাশ্রমে লক্ষপতি আজ।
বাকী পথ দ্রুতপদে চলে যাই শেয়ার বাজারে।

ক্ষুদ্র গলি। বদ্ধ বায়ু ছোট বড় দালালের ভিড়ে।
(মারী গুটিকায় অঙ্গ ভরে গেছে গণিকা-ব্যসনে!)
'তেজী-মন্দি' খেলা আর পান বিড়ি চলে নিরন্তর।
অদূরে ঘরেতে চলে 'লিয়া-বেচা' তীব্র কি চিৎকারে।
—কোই ঘটায়কে বেচা, কোই বঢ়ায়কে লিয়া। 'মাথা'
করি 'শ'শের' নিঃশব্দে, বিনাব্যাজে—রুদ্ধ প্রতীক্ষায়!
কিন্তু হায় একি দিবা শেষে!—কেয়া ভাও? বড় গয়া?
'পটানের' প্রাণভয়ে ফিরে যাই আপন বিবরে।

চিলে ঘরে

এসো তবে এইখানে। আমাদের চেয়ে যারা ধনী
করুণা তাদের করি। মনে রেখো রয়েছে তাদের
দাস দাসী—কিন্তু নেই বন্ধুজন। আমাদের আছে
বন্ধু—নেই দাস দাসী। এইখানে এসো তবে আজ।
(এজরা পাউণ্ড)

শবযাত্রা

নগরের গৃহচূড়া ছায়া পেল সন্ধ্যার বিতানে।
বীতশ্রদ্ধ বসে আছি একাকী এ আঁধার কোটরে।
দোকানীর ভূকম্পিত নির্মনন রেডিয়োর গানে
পথগুলি অবিরত বর্ধমান কোলাহলে ভরে।

গোধূলি বেলায় ডোবে ঐতিহ্যের সব ধন মান।
বিকৃত বুদ্ধির পাকে নিরালম্ব একি স্বাধিকার?
শ্রমিকের পানাহারে ফেনায়িত শুঁড়ির দোকান।
নিরাকার বেশে ঘোরে ইতস্তত দূত গণিকার।

মাতরিশ্বা হার মানে ধাবমান নগরের মাথে—
ঊর্ধ্ববাহু কেরাণীরা মেদপিষ্ট ট্রামে আর বাসে।
বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপনে আত্মশ্লাঘী বণিকের সাথে
ভোলালে সহর! আজ জনগণমন নাগ-পাশে।

সন্ধ্যার বেকার হল উপাশ্রিত পানওয়ালীর।
তরল কথার ফাঁকে তৃষ্ণা মেটে তাম্বুল চর্বণে।
পোষাকের ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত শ্বেত নাগরীর
বিলোল কটাক্ষে টলে গোরা সৈন্য ট্যাক্সির বাহনে।

তন্দ্রালসা সন্ধ্যা মোর! বিধুনিত পক্ষ দাও মেলে।
অন্তর্জ্ঞানী গোয়েন্দার হোক স্থান অলিতে গলিতে।
হৃদয়ে হৃদয় আর নয়নে নয়ন তবে পেলে?
কাটাও জীবন তবে হে নাগর একেলা নিভৃতে।

মদির সন্ধ্যার স্বপ্নে তত্ত্বজ্ঞানী গণিতের বলে
ভাবে, অঘমর্ষী পৃথিবীর এতো পুরাবৃত্ত হাল।
জীবন-প্রতীক ভোলে মানসিক কি ছলা কৌশলে!
সন্ধ্যার যবন হাতে আর্যসত্য ম্লেচ্ছ বহুকাল।

জম্বুপ্রাণ, নিরিন্দ্রিয়, নপুংসক হে মহানগর!
বন্ধ্যা এই ক্লীবনৃত্যে মুখরিত তোমার প্রাঙ্গণ—
দুর্ভিক্ষের ইন্দ্রজালে লোকাকীর্ণ তোমার প্রান্তর—
কালের প্রপাতে নামে গড্ডলিকা জনগণমন।

স্মৃতির দৌরাত্ম্য হানে বারবার হৃদয়ে আমার।
যৌবনের উপবনে শেফালীরা ঝরে গেছে হায়
অকালে বিহানে। রজনীর শতছিদ্র যবনিকা
ঢেকে দেয় গতায়ু প্রাক্তন। নেপথ্যে গিয়েছ চলি
বিলাসিনী জন্মান্তর লভি। দৃশ্যপটে পুনর্বার
ক্ষুরধার তরবারি নেই প্রয়োজন। তার চেয়ে
ভাল এই রণরঙ্গে পলাতক বেকার জীবন—
নগরের ভিড়ে তবু মননের মোহন উদ্‌গতি।

আদি অন্ত সেইতো প্রথম। শয্যাপার্শ্বে দীর্ঘ রাত্রি
অপহৃতা হতস্মৃতি ভগিনীর আসঙ্গ বিলাস
বারাঙ্গনা গৃহে।—তুমি বলেছিলে।

একি নারীদেশে
ঘুরে মরি অহরহ। রাত্রিদিন জ্বলা আর জ্বলা—
আর যত ডাকিনীর মন্ত্রণায় হৃদয় বিষায়,
মিলায় বাষ্পের মতো অগ্নিকুণ্ডে রক্তের জোয়ার।
দুর্মর বৈশাখী ঝড়ে অস্থিখণ্ড চূর্ণ হোক তবে,
হৃদয় বিদীর্ণ হোক।—ঈশ্বর, ঈশ্বর। কি নির্ব্বোধ!

সহরের মৃত দেহে সূর্যালোক শত বিচ্ছুরিত,
শ্যামতৃণ শষ্পরাজি মরে গেছে কবে কোনকালে,
আচষা ক্ষেতের ধারে কাঁটাগাছ সাক্ষ্য দেয় তবু
নির্বিকারে; আজো প্রেত পিঙ্গল শ্মশানে জাতিস্মর।

সূচী